পাড়ি : জীবনের জোয়ার-ভাঁটার গান

অরুণ কুমার সাঁফুই

এক

সমরেশ বসুর 'আমি তোমাদেরই লোক' গল্প গ্রন্থের নবম গল্প 'পাড়ি'। 'আমি তোমাদেরই লোক' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 'জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স' হতে। ভূমিকা লেখেন, নিতাই বসু। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। সময়ের বিচারে 'পাড়ি' গল্পটি সত্তর দশকের গল্প। সমালোচক নিতাই বসু সমরেশ বসুর গল্প সম্পর্কে লিখেছেন—"সমরেশের অধিকাংশ গল্পের প্রসঙ্গ, বাঁচার লড়াই। না, সুখে শান্তি সমৃদ্ধিতে নয়, নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিয়ম সংগ্রামে যাদের জীবন কাটে, সমরেশ তাদেরই লোক, তাঁর সমাজচেতনা ও শিল্পভাবনা তাদেরই নিয়ে।" (ভূমিকা, আমি তোমাদেরই লোক)

সমরেশ বসুর ছোটগল্পের প্রধান আকর্ষণই হল, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও চরিত্র। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগ নির্ভর ভাষা। সমরেশ বসু তাঁর গল্পে নিচুতলার মানুষজন, তাঁদের ভেতরের জীবন, মুখের ভাষা সমেত সাহিত্যের দরবারে হাজির করেন। তিনি দেখান মানুষের জীবন যতই লাঞ্ছিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জীবনের জয় হবে। এই পরম আশ্বাসে তাঁর গল্প শেষ হয়। প্রগাঢ় মানবিক সংরাগ, অপরীসীম আবেগ সমরেশ বসুর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে কখনো কখনো তিনি একাত্ম হয়ে যান। কখনো কখনো চরিত্রে বিচিত্র জীবনের সুখ, দুঃখের অংশীদারও হন তিনি। মানবিক ভাব প্রকাশে গল্পকার প্রায়শই অবলম্বন করেন, প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশ কিংবা সামাজিক অসহায়তাকে। সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই গভীর নির্মম কঠিন অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে গল্পের ভুবন রচনা করেছেন। 'পাড়ি' গল্পে গল্পকার সমরেশ, আধুনিক আলোকবর্তিকাময় সমাজের মাঝে,—জানোয়ার পারাপারের কাহিনীর সঙ্গে এক আদিমতাকে তুলে আনেন। 'পাড়ি' গল্পে অন্ধকার আদিমতা-প্রাগৈতিহাসিকতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতাজাত চারণভূমি জীবিকার গল্পকার বলেছেন। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, লড়াই করতে হয়। 'পাড়ি' গল্পের এ লড়াই সংগ্রামী মানুষের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই।

দুই

বিহার থেকে আগত এক দম্পতির বেকারত্বের গল্প 'পাড়ি'। 'পাড়ি' বেকারত্বের গল্প, বেকার দম্পতির গল্প—দুটি অসহায় নরনারীর অসহায়তার গল্প। প্রকৃতিপটের সমান্তরালে

গল্পকার দুটি নর-নারীর ভৌমজ ও প্রকৃতিলগ্ন করেই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতিপটে ও মানবজীবনের সংগ্রামকে এক করে দেখিয়েছেন গল্পকার। গল্প শুরু হয়েছে এইভাবে—"কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে।" কাজ নেই, তাই খাওয়াও নেই। উপোস। চোখে মুখে ক্ষুধা, ক্লিন্নতা। শেষ খেয়েছে পরশু অর্থাৎ তিনদিন আগে। গ্রাম থেকে শহরে এসেছে দুটো অন্নের আশায়। মিউনিসিপলিটির ঠিকে কাজ শেষ। তাই আবার বেকারত্ব। কাজ খুঁজে ফিরেছে দুজন। দুজনের ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই। গাঁয়ের ঝাড়ুদার ননকুর কথায় তারা শহরে এসে বেকারত্বের ফাঁদে পড়েছে। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা ক্লিন্নতা। এতদিন তারা বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় গাঁয়ের জীবন অতিবাহিত করে এসেছিল। নাগিন প্রসাদকে না বলে তারা চলে এসেছিল ননকুর সঙ্গে। ননকু মাসিক ষাট টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদেরকে শহরে নিয়ে এসেছিল। শহরে এসেই তারা বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

জাতিতে তারা অন্ত্যজ 'নট' সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ। কর্মে তাঁদের লজ্জা নেই-শরমও নেই। গল্পকার লিখেছেন—"ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না।...ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে কোন অভিযানে নামতে পারে।" শহরে এসে তাদের আশাভঙ্গ ঘটেছে। ননকুর দেখানো স্বপ্ন, অভিপ্রেত মাসিক ষাট টাকা তারা রোজগার করতে পারেনি। দুজনে মিলে মাত্র বত্রিশ টাকা আয় করেছে মাসে। জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মিউনিসিপলিটির (মিসিপালটির) কাজ খুইয়ে, বেকারত্বের দশায়—তাদের স্থান হয়েছে, ধাঙড় বস্তিতে। সাতদিন কোনরকমে বস্তির লোক মিলে, তাদের খাইয়েছিল। তারপর আস্তানা ছেড়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরোতে হয়েছে। শহর তাদের ভালো লাগেনি। গাঁয়ের মানুষ গ্রাম্যতার মধ্যে শান্তির আশ্বাস খুঁজে ফিরেছে। শহর থেকে একটু দূরে গঙ্গার পারে উপোস শরীরে দিনাতিপাত করেছে। শহর তাদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। গভীর মনস্তাত্ত্বিকতায় গল্পকার জানিয়েছেন—"শহরের মধ্যে থাকা যায় না।...ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মত হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।"

ক্ষিদেতে তাদের উদর জ্বলেছে। হৃদপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিয়েছে। গায়ে গা ঠেকিয়ে তারা সঞ্চয় করেছে সাহস। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়াকে মুখে থাবড়ি দিয়ে সরিয়ে রেখেছে। বন্য স্বভাবে তাঁরা পশুর সমতুল ভালোবাসায় বাঁচতে চেয়েছে, ক্ষিদেকে ভুলে থাকতে চেয়েছে। বেকারত্বের এই সন্ধিক্ষণে শুয়োরের কারবারি, সোনার মাকড়ির কাছ হতে এসেছে প্রস্তাব। পার করতে হবে উনত্রিশটি শুয়োর—উনত্রিশ আনা মজুরি। আষাঢ়ের বর্ষার প্রচণ্ড জোয়ারের জলস্রোতের প্রতিকূলে গঙ্গা পার হতে হবে উনত্রিশটি শুয়োর নিয়ে। তারা পাড়ি দিয়েছে, বর্ষার অশনিকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে গেছে। জানোয়ারগুলির যেমন বাঁচার লড়াই তেমনি, দুটি নরনারীরও বাঁচার লড়াই হল 'পাড়ি'।

ভরা দরিয়া ফুলে ফেঁপে উঠেছে বর্ষায়। তাই তারা এ কাজে প্রাথমিকভাবে ভয়